… থেকে স্বতন্ত্র ভাবে নয়।

The END

## হিউমের আত্মার ধারণা ব্যাখ্যা কর। — [6]

→ ইন্দ্রিয় যখন অনুগামী তাকে প্রকৃত ও যথার্থ ধারণার লক্ষণ বলে হিউম মনে করেন, তার মতে কোন ধারণা যথার্থ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে আমাদের উচিত কোন ইন্দ্রিয় থেকে ধারণাটি উৎপন্ন তা অনুসন্ধান করা। যদি ওই অনুসন্ধানে কোন ইন্দ্রিয়জ না পাওয়া যায় তাহলে ধারণাটি অযথার্থ বলা চলে, এই মানদণ্ডকে সামনে রেখে হিউম তাঁর দর্শনে অনিবার্য সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও আত্মার অযথার্থতা প্রমাণ করেন। তিনি দেখান কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্বন্ধ আমরা অভিজ্ঞতায় পাই না, রুটির মধ্যে পুষ্টি দানের, জলের মধ্যে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করার শক্তি আমরা দেখি না। কাজেই অনিবার্য সম্বন্ধ শক্তির ধারণা অযথার্থ বলে হিউমের অভিমত। অনুরূপভাবে ঈশ্বরের ধারণা পূর্ববর্তী কোন ইন্দ্রিয়জ আমাদের নেই। ঈশ্বরের ধারণা একটি জটিল ধারণা, এই জটিল ধারণা তৈরী হয় বিভিন্ন সরল ধারণার সংযোগ গুলি থেকে।

ওই একই মানদণ্ডের সাহায্যে হিউম আত্মার ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অবিচ্ছিন্ন কোন স্থায়ী আত্মা ইন্দ্রিয়জ আমরা লাভ করি না, আমরা ইন্দ্রিয়জ ধারা বড় জোর কিছু বিচ্ছিন্ন তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে পেতে পারি তার অতিরিক্ত কোন স্থায়ী আত্মাকে নয়। এপ্রসঙ্গে 'Treatise' গ্রন্থে হিউম যে উক্তি করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, "আমার দিক থেকে যখনই আমি নিজের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করি তখনই কোন না কোন বিশেষ অনুভূতিতে আমি হোঁচট খাই, তা হয় গরম বা ঠাণ্ডা, হয় আলো বা ছায়ার, হয় ভালবাসার বা ঘৃণার, হয় সুখ বা দুঃখের।"

সুতরাং ইন্দ্রিয়জ ধারণার যে পার্থক্য তথা ধারণা ইন্দ্রিয়জ তার অনুগামী নীতি হিউম মেনেছেন। তা অনিবার্য সম্বন্ধ ঈশ্বরের কি প্রকৃতি ধারণার যথার্থ বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

হিউম কিভাবে বাস্তব ঘটনা ও ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করেন? (6)

2011

পূর্বতসিদ্ধ (Apriori) পরতসাধ্য এইভাবে অবধারণের বিভাজন কান্টের নামের সাথে জড়িত হলে এই বিভাজন অস্পষ্টভাবে হিউমের রচনাতে উল্লিখিত ছিল, তবে হিউম সেখানে অবধারণ বিভাজন কথা বলেননি যুক্তি বিভাজন কথা বলেছেন। তার পূর্বতসিদ্ধ ও পরতসাধ্য এইভাবে তিনি এই বিভাজন করেননি এই বিভাজন তিনি করেছেন ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধ এবং বাস্তব ক্রিয়া হিসাবে।

মানব চিন্তনের কিছু উপাদান আছে সেগুলি বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ রচনা করে, যেমন — জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটিগণিত আলোচ্য বচন গুলি সবাই একাধিক বা ধারণাকে সম্বন্ধ প্রকাশ করে, যেমন — "ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান", "৫ এর তিন গুণ ৩০ এর অর্ধেকের সমান"। এই ধরনের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব ~~ধারণা~~ অভিজ্ঞতার সাহায্যে না নিয়ে শুধুমাত্র ধারণাগত বিশ্লেষণের দ্বারা এদের সত্যতাকে জানা যায়। প্রকৃতিতে কোন বৃত্ত বা ত্রিভুজ না থাকলেও ইউক্লিডের সূত্রগুলি জ্যামিতিক সূত্রগুলি সত্যসিদ্ধতার কোন হানি ঘটে না। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক আমাদের জ্ঞানকে দুটিভাগে ভাগ করেছেন হিউম। — ① সাক্ষাৎ অনুভূতি ② প্রমাণ সাপেক্ষ জ্ঞান।

পক্ষান্তরে বাস্তব ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান বা বচন ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞান বা বচনের মত নয়। বস্তুত দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। কেননা ধারণা সম্বন্ধ বিষয়ক বচন ঘটনা সেখানে একভাবে অসম্ভব। সেখানে যে কোন বাস্তব ঘটনা বিরুদ্ধ ঘটনা অসম্ভব নয়। বাস্তব ঘটনা বিষয়ক জ্ঞানের বিরুদ্ধ বিষয় যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, 'কাল সূর্য উঠবে' এটি যেমন বোধগম্য তেমনি 'কাল সূর্য উঠবে না' এটিও বোধগম্য। ধারণা সম্বন্ধ বিষয়ক বচনের সত্যতার ভিত্তি হল বিরুদ্ধতার নিয়ম পক্ষান্তরে বাস্তব বিষয়ক ঘটনার ভিত্তি কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে ঘটনা বিষয়ক বচনের সত্যতাকে জানা অসম্ভব, ঘটনা বিষয়ক সব জ্ঞান, সব যুক্তির ভিত্তি হল কার্যকারণ। বারংবার দুটি অভিজ্ঞতায় দুটি ঘটনাকে পর পর ঘটতে দেখে তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করি। আমরা এই কার্য-কারণ কোন অনিবার্য সম্বন্ধের নির্দেশক নয় এগুলি সহঅবস্থান ও পারম্পর্যকে নির্দেশ করে, দুটি ঘটনার নিয়ত পারম্পর্য ও সহাবস্থানকে লক্ষ্য করে আমরা তাদের মধ্যে সম্বন্ধ রচনা করি, এভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ কার্যকারণ সূত্রকে অবলম্বন করে আমরা বর্তমান থেকে অতীত ও ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারি তেমনি ঘটনা বিষয়ক সার্বিক অবধারণ গঠন করতে পারি।

Scanned with CamScanner

৩। হিউমের কার্য-কারণবাদ আলোচনা কর। (10)

⇒ হিউমের মতে বস্তুর জগৎ সম্পর্কে আমাদের সকল যুক্তির ভিত্তি হল কার্য-কারণ সম্বন্ধ। কিন্তু এই কার্য-কারণ সম্বন্ধটিকে ঠিক কি ধরনের সম্বন্ধ। ব্যবহারিক জীবনে কারণ ও কার্যের মধ্যে একটা অনিবার্য সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকি এবং আমাদের কারণ উপস্থিত হলে কার্যটি অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। (ন্যায়শাস্ত্র)

এই লৌকিক ধারণা সমর্থন করেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়, তারা দাবি করেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের ন্যায় এক প্রকার অনিবার্য যৌক্তিক সম্বন্ধ। কিন্তু হিউম এই চিরাচরিত কার্য-কারণের ধারণা পরিত্যাগ করেন, অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে তিনি সকল অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে মানেন এবং কোন অভিজ্ঞতা থেকে তথাকথিত অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণাটি আমরা লাভ করতে পারি না। অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে হেতুবাক্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে আমরা যেমন সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলতে পারি না, তেমনি কারণকে স্বীকার করে কার্যকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণের উপস্থিতি অনিবার্যভাবে কার্যকে উপস্থিত করবে।

হিউমের মতে যেকোন ধারণার বৈধতা বিচারে একটি মানদণ্ড আছে। একটি জটিল ধারণা যে সব সরল ধারণার সমন্বয়ে তৈরী সেগুলির প্রতিরূপী মুদ্রণকে খুঁজে পেলেই ধারণাগুলি বৈধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু হিউম মনে করেন শক্তি, বল, অনিবার্যতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধারণার প্রতিরূপী কোন মুদ্রণ আমরা লাভ করতে পারি না।

বাহ্যজগতের বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করে শক্তি তথা অনিবার্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই পাওয়া যায় না। কারণকে বিশ্লেষণ করে কোন অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান আমরা পাই না ~~যা অনিবার্যভাবে কার্যকে উৎপন্ন করছে~~। আমরা শুধু দেখি একটি কার্য একটি কারণকে অনুসরণ করছে। আমরা দেখি একটি বিলিয়ার্ড বল আর একটি বিলিয়ার্ড বলকে আঘাত করলে দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হয়ে পড়ে, এই পারম্পর্যের অতিরিক্ত কোন অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় আমরা পাই না। বাহ্য জগতের শক্তি/অনিবার্য সম্বন্ধের মুদ্রণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, কাজেই হিউমের মতে কার্য-কারণ সম্বন্ধে কোন একটি মাত্র বিশেষ সিদ্ধান্তে এমন কিছু থাকে না যার মধ্যে শক্তি বা অনিবার্য সম্বন্ধের সন্ধান মেলে।

কেউ কেউ বলতে পারেন বাহ্য জগতের মধ্যে শক্তি/অনিবার্যতা ইত্যাদিকে আমরা না পেলেও নিজেদের অন্তরে মানসিক শক্তির পরিচয় সহজেই পেতে পারি। যেমন - ইচ্ছা আমাদের শক্তি সঞ্চার করে এবং ইচ্ছার দ্বারাই অঙ্গ সঞ্চালনের শক্তি ধারণার সৃষ্টি হয়। কাজেই ইচ্ছাই শক্তি আমাদের মানসিক

Scanned with CamScanner

অনুভবের বিষয় অর্থাৎ বল, শক্তি, অনিবার্যতা প্রভৃতির ধারণার মূলে বাহ্য মুদ্রণ না থাকলেও অন্তত অন্তঃমুদ্রণ আছে, কিন্তু হিউম এই ধারণাও সমর্থন করেননি। তিনি তিনটি যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে মনোজগতের শক্তির সাক্ষাৎ পেতে পারি।

প্রথমত → ~~প্রথমত~~ ইচ্ছা ~~আমাদের~~ কিভাবে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করে, মন কিভাবে আমাদের দেহকে প্রভাবিত করে তা আমাদের অজ্ঞাত — দুর্বোধ্য।

দ্বিতীয়ত : আমাদের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমরা ইচ্ছামতো সঞ্চালিত করতে পারি না। জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গগুলি ইচ্ছার দ্বারা সঞ্চালন করা গেলেও হৃদযন্ত্র বা যকৃৎকে চালিত করতে পারে না।

তৃতীয়ত : আমরা দেখি যে ব্যক্তির অঙ্গ অসাড় হয়ে গেলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি অঙ্গচালন করতে পারেন না। যেমন ব্যক্তি ~~কোন~~ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার অসাড় হাত-পা নাড়াতে পারে না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত

সুতরাং

হিউম প্রমাণ করেছেন যে ইচ্ছার পরিণতি অঙ্গ সঞ্চালন নয়। দৈহিক ক্রিয়ার মত বেশ কিছু অব্যবহিত ক্রিয়া। দৈহিক ক্রিয়া ও অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে মনে করেন যে শক্তি, বল, অনিবার্যতা সম্বন্ধে ধারণা অব্যবহিত ক্রিয়া থেকে। এভাবে হিউম সিদ্ধান্তে বর্তমান, কোন আবেগ বা অন্তঃস্থ চেতনা আমাদের নিজেদের অঙ্গ সঞ্চালনগুলি চেতনার ~~প্রতিলিপি~~ প্রতিলিপি বা অনুভব থেকে নয়। তবুও যুক্তি বা প্রমাণ,

সমালোচনা ⇨ অনিবার্য সম্বন্ধে শক্তির ধারণা নিয়ে যে আলোচনা করেন তার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি তুলেছেন। একটি অনিবার্য সম্বন্ধ ... কার্যকারণের মধ্যে শুধু পূর্বাপরতার সম্বন্ধ দেখেছেন, কিন্তু কেবল কিছু নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা হলেই কারণ হয় না। কার্য-কারণ একটি অনিবার্য সম্বন্ধ। পূর্বাপর্য হলেই তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে না। যেমন দিন ও রাত্রির মধ্যে পূর্বাপর্য সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, হিউম কার্য-কারণ ধারণা স্বীকার করেননি, শুধু ... প্রত্যয় ...

৩) লকের যৌগিক ধারণা ও মৌলিক ধারণা মতটি আলোচনা কর।
2017

লকের মতে মন নিজের মধ্যে যাকে প্রত্যক্ষ করে বা যা প্রত্যক্ষণের কিংবা চিন্তনের আশু বিষয়বস্তু তাকেই লক ধারণা নামে অভিহিত করেছেন। মানুষ নিজের মনের মধ্যে নানা বিভিন্ন ধারণায় বিভিন্ন প্রত্যক্ষ করে, যেমন — শ্বেতত্ব, মিষ্টত্ব, গতি, মানুষ, হস্তী, সৈন্যদল ইত্যাদি। লক আমাদের মনের ধারণাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, i) যৌগিক ধারণা (complex ideas) ii) মৌলিক ধারণা (simple ideas)।

যৌগিক ধারণা: সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌলিক ধারণাগুলিকে সংগ্রহের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মন নানাভাবে ওই সব মৌলিক ধারণার উপর ক্রিয়া করে যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে, যেমন শ্বেতত্ব, মিষ্টত্ব, কাঠিন্য, প্রভৃতি মৌলিক ধারণাকে সংযুক্ত করে একটি চিনির পিণ্ড এই যৌগিক গঠন করতে পারি। প্রধানত মন তিন ভাবে যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে।

i) অনেকগুলি মৌলিক ধারণা একত্রে সমবেত করে যেমন বিশ্বজগৎ, সৌন্দর্য, সৈন্যদল, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।

ii) একটি মৌলিক বা যৌগিক ধারণার সঙ্গে আরেকটি মৌলিক বা যৌগিক ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করে, যেমন — পিতাপুত্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র, কারণ ও কার্য প্রভৃতি নানা বিধ সম্বন্ধের ধারণা।

iii) একাধিক ধারণার অনুষঙ্গ থেকে একটি ধারণাকে পৃথক করে মন সামান্য বা সার্বিক ধারণা গঠন করে। যেমন - তুষার, দুগ্ধ, খড়িমাটি প্রভৃতি মৌলিক ধারণাকে শ্বেতত্বকে পৃথক করে নিয়ে 'শ্বেতত্ব' এই সামান্য ধারণা গঠন করতে পারি।

যৌগিক ধারণা তিন প্রকার — i) প্রত্যয়াংশ
ii) দ্রব্য (iii) সম্বন্ধ। প্রত্যয়াংশ হল যেমন এক যৌগিক ধারণা যাদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। প্রত্যয়াংশ দ্রব্যে গুণ বা অবস্থা। দ্রব্যকে বাদ দিলে প্রত্যয়াংশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, ত্রিভুজ, হত্যা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ধারণা প্রত্যয়াংশের উদাহরণ। এই প্রত্যয়াংশ আবার দুই প্রকার — i) মিশ্র ii) অমিশ্র।

— অনেক সময় কতকগুলি মৌলিক ধারণা এক সঙ্গে মনে আবির্ভূত হয়, এই সব মৌলিক ধারণাগুলি কারণ সম্ভব হয় না বলেই আমরা তাদের ভিত্তি স্বরূপ একটি অপ্রতিষ্ঠিত আধার স্বপ্রতিষ্ঠিত আধারের অনুমান করি যে বা এই আধারকেই

আমরা অন্য মাধ্যমে উপলব্ধি করি। অন্য হল সেই অজ্ঞাত পদার্থ যা অবভাসগুলি গুণগুলোর ভিত্তি রূপে থাকে মুখ্য গুণ গুলির সাহায্যে যৌগিক গুলি গুলির ধারণা উৎপাদন করার আমাদের মনে করার ক্ষমতা আছে।

তৃতীয় প্রকার যৌগিক ধারণা।

দুটি বিষয়ের ধারণাকে পাশাপাশি রাখলে হল সম্বন্ধের ধারণা এই সম্বন্ধের ধারণা পাওয়া যায় এবং পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে যুক্ত করে যে একটি প্রত্যক্ষ করলে মন দুটি বিষয়কে অবলম্বন করে উভয়ের সম্বন্ধের অভিজ্ঞতার যখন মন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তার যখন কোন অন্তর্নিহিত নিয়ে যায় তুলনা কিছু যখন তাকে পিতা বা স্বামীরূপে অন্য সম্বন্ধ অনুসারে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে পুত্র বা স্ত্রীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন ঐ সম্বন্ধ নিরূপণ করা হয়।

মৌলিক ধারণা (Simple idea) : মৌলিক ধারণাগুলি সব জ্ঞানের উপাদান। লক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সব মৌলিক ধারণা অর্জন করি তাই এখান থেকে মন মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারে মনে এদের উপলব্ধি হয় মন তাদের পুনরাবৃত্তি করতে পারে এমন মৌলিক ধারণা করতে পারে। নানাভাবে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের তুলনা করতে পারে এবং ইচ্ছামত যৌগিক ধারণা গঠন করতে পারে। তাদের যুক্ত করতে পারে কোন নতুন মৌলিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না বা যে ধারণা মনে উৎপন্ন হয়েছে তাকে বিনাশ করতে পারে না।

এই মৌলিক ধারণার মধ্যে কতকগুলি ধারণা আসে একটি মাত্র ইন্দ্রিয় পথে এগুলো মনের উপস্থিত হয়। যেমন — শব্দ, শীত, গন্ধ প্রভৃতি বর্ণ চক্ষু পথের সব রকম আর উপলব্ধি, সব রকম শব্দ কানের পথে মনের উপস্থিত হয়। বিস্তার, আকার কোন মৌলিক ধারণা মনে আসে একাধিক ইন্দ্রিয় পথে। গতি ও স্থিতির ধারণা স্পর্শ এবং চক্ষু এই উভয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ হয়। কোন কোন মৌলিক ধারণা অনুশীলনের মাধ্যমে লাভ করা যায়। আবার কোন কোন মৌলিক ধারণা আছে যা ইন্দ্রিয় ও অনুশীলন উভয়ের সাহায্যে লাভ করা যায়।

The End

৫) হিউমের সংশয়বাদটি আলোচনা কর। 2020

=> ~~Enquiry concerning~~ An Enquiry ~~concerning~~ Concerning Human Understanding (এন এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং) গ্রন্থে হিউম প্রাথমিক সংশয় ও সিদ্ধান্তগত সংশয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রারম্ভেই যে সংশয়বাদ বর্তমান থাকে, সমস্ত প্রকার দর্শন চর্চার পূর্বে সংশয়বাদ এই জাতীয় বলে হিউম উল্লেখ করেছেন প্রারম্ভিক সংশয়বাদ, কার্তেজীয় সংশয় যেখানে দেকার্ত নিঃসন্দিগ্ধ সত্তায় উপনীত হয়েছেন। দেকার্ত সবকিছু এই সত্তার ভিত্তিতে অন্য সমস্ত কিছু প্রমাণ করেছেন। দেকার্ত নিঃসন্দিগ্ধ সত্তা বলে কিছু নেই, আর থাকলেও এই সত্তার অতিরিক্ত কিছু প্রমাণ করা যাবে না, কারণ যে মানসিক বৃত্তি দিয়ে প্রমাণ করা হবে তাই তো সন্দিগ্ধ। হিউম বলেন কার্তেজীয় সংশয়বাদ বস্তুত সম্ভবই নয়, আর যদি তা সম্ভব হয় তবে এর সংশয়বাদী দ্রান্তিনাশের কোন পথ নেই।

কোনো আলোচনা বিজ্ঞানে সিদ্ধান্তের যে সংশয়বাদ পরবর্তীকালে শুরু হয়, তাকে হিউম বলেছেন সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ। আমাদের মানসিক বৃত্তির অনির্ভরতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অযোগ্যতা আবিষ্কারের ফলে এই সংশয়বাদের উদ্ভব হয়। এই সংশয়বাদের দুটি রূপ পরিলক্ষিত — ১) ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, ২) যুক্তি বা বুদ্ধি সম্পর্কিত। 'ট্রিটিজ' গ্রন্থে হিউম ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত সংশয়বাদ প্রথম আলোচনা করেছেন।

ইন্দ্রিয়ের অনির্ভরতা প্রমাণে যা বলা হয় সব প্রাচীন সংশয়বাদীরা আলোচনা করে এর সমর্থনে যুক্তি প্রদান করেছিলেন। যেমন নিমজ্জিত দণ্ড বাঁকা দেখায় বা চোখে চাপ দেওয়ার ফলে দ্বিবস্তু দর্শন প্রভৃতি সাধারণ ভ্রান্তি প্রসঙ্গে হিউম বলেন এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনির্ভরতা প্রমাণ করে না বরং প্রত্যেকে সমান প্রত্যক্ষ, বস্তুর দূরত্ব, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, প্রভৃতি যে লক্ষ্য করা দরকার সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এমন ইন্দ্রিয়ের অনির্ভরতা অন্য গভীরতর কিছু আছে যা সহজেই সমাধান যোগ্য নয়।

মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, এমন বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ইন্দ্রিয় প্রদত্ত প্রতিরূপকে

কেননা উপরোক্ত ... সামান্য দার্শনিক বিশ্লেষণেই আনা যায়। এর ফলে বিশ্লেষণ
করে কোন প্রমাণই আমাদের মনে যা আছে তার বাইরে নয়
এতে ধারণা. এই ধারণা থেকে ... কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

যুক্তি বা বুদ্ধিগত সংশয়বাদ অমূর্ত ধারণা সম্পর্কিত ও মূর্ত বস্তু সম্পর্কিত ভেদে দ্বিবিধ, অমূর্ত ধারণা সম্পর্কিত ~~ততত~~ সংশয়বাদ হিউমের মতে দেশ ও কালের ধারণার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উদ্ভূত হতে পারে। আমরা যদি মনে করি দেশ অনন্ত বিভাজ্য তবে যে কোন ছোট দেশ অনন্ত বিভাজ্য স্বীকার করতে হবে কিন্তু এর কল্পনা সাধারণবুদ্ধিতে অসম্ভব। আমরা যদি মনে করি কাল অনন্ত বিভাজ্য তবে যে কোন ক্ষুদ্র কালের অনন্ত বিভাজ্য স্বীকার করতে হবে। দেশ কাল যে অনন্ত বিভাজ্য নয় এ কথা স্বীকার করেই যুক্তিগত সংশয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

মূর্ত বস্তু সম্পর্কিত সংশয়বাদ আমরা দৈনন্দিন সাধারণত প্রচলিত এবং দার্শনিক কথিত মূর্ত বস্তু/সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা হয় এবং একই লোকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা বা আরও বিভিন্ন ধারণা মূর্ত ~~প্রচলিত~~ বস্তু সম্পর্কিত প্রচলিত সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠা করে। হিউমের মতে প্রচলিত সংশয়বাদ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে একেবারেই গুরুত্বহীন।

হিউম বলেন দার্শনিক কথিত মূর্ত বস্তু সম্পর্কিত সংশয়বাদ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হিউমের কার্য কারণ সম্পর্কিত মত এই শ্রেণীর সংশয়বাদের ... দুটি ঘটনা পরপর অনিবার্যভাবে ঘটে কিন্তু সেখানে একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার কারণ এমন কথা বলার বিষয়গত ভিত্তি নেই। হিউম ~~———~~ বলেন

হিউম বলেন গণিত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের কোন সংগত ভিত্তি নেই, এই ক্ষেত্রে সেখানে সংশয়বাদ উপস্থাপন করা হয় শুধু বিশ্লেষণ করলেই নিরসন করা যায়।

Scanned with CamScanner

[illegible]

বিশেষত এক দার্শনিকের পক্ষে তা অত্যন্ত আদরণীয়, কিন্তু দার্শনিক মানুষ কি হতে ~~[illegible]~~ তবু কিতাবের হিসেবে, জীবনে নিজে কিন্তু নিরিবিলি অতিরিক্ত নিঃসঙ্গতা ও সামাজিকতা অনেক সেজন্যই তিনি বলেছেন "দার্শনিক হও কিন্তু সমস্ত দার্শনিকতার মধ্যে তুমি থাকো যে এক জন জীবন্ত প্রাণবন্ত ও সামাজিক মানুষ একথা ভুলে যেও না।"

বাংলার অভিজাত সুকুমারশিল্প ও লোকশিল্পের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর? ২০১৮

→ বাংলার লোকের সুকুমারশিল্প ও লোকশিল্পের মধ্যেকার পার্থক্য আলোচনা করতে গেলে সুকুমারশিল্প ও লোকশিল্প সম্পর্কে [illegible] শ্রেণী-বিভাগ করলেন যে বিভিন্ন [illegible]। নিচে [illegible] পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা হল —

অভিজাততা :- লোকশিল্পগুলি সুকুমারশিল্পের মতো অভিজাত নয়। [illegible] (সুকুমার) এবং [illegible] (লোকশিল্প) [illegible] অভিজাত। [illegible] অভিজাতি নেই [illegible] নেই। [illegible] অভিজাততা নেই। [illegible] অভিজাতি [illegible] অভিজাতীয়।

পরিবর্তনশীলতা :- [illegible] ও [illegible] সামাজিক ও বৈদিক [illegible] অভিজাত [illegible] পরিবর্তন করে। [illegible] সুকুমারশিল্পের [illegible], [illegible] প্রভৃতি লোকশিল্পগুলির [illegible] বিভিন্ন [illegible] প্রচলিত হয়। ~~[illegible]~~ [illegible] করে, [illegible] প্রভৃতি সুকুমারশিল্পগুলি [illegible] বিভিন্ন [illegible] প্রচলিত হয়, [illegible] লোকশিল্প [illegible] সুকুমারশিল্পগুলিও [illegible] ইতিহাস [illegible], [illegible] সুকুমারশিল্পগুলির ইতিহাসের [illegible] প্রমাণ দিচ্ছে,

উপযোগিতা :- [illegible] সুকুমারশিল্প [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] উপযোগিতা; কিন্তু লোকশিল্পগুলি [illegible] না [illegible] লোকশিল্পগুলির [illegible] উপযোগিতা [illegible] অভিজাতশ্রেণির সুকুমারশিল্পের [illegible] উপযোগিতা [illegible]

[illegible]

উপসংহার :-> [illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

সহজাত ধারণাতত্ত্ব লক কীভাবে খণ্ডন করেছেন? ২০১৩

→ লক তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ বা প্রত্যক্ষবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ ও জ্ঞানের দাবী খণ্ডন করেছেন। আর তা করতে গিয়ে সহজাত ধারণাতত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন তিনি। লকের দর্শনের এটি মূল ভূমিকা ছিল।

An Essay concerning human understanding গ্রন্থে সহজাত ধারণাবাদের বিরুদ্ধে লক যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য,

প্রথমতঃ সহজাত ধারণাবাদের সমর্থকগণ। এরা মনে করেন যে 'সার্বিকতাকে' সহজাত ধারণার একটি অপরিহার্য বা অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ বলেছেন। চিন্তার মূলসূত্র, নৈতিকতা, অভিন্নতা, অস্তিত্ব, ইচ্ছা, ঈশ্বর ইত্যাদি ধারণাগুলি সহজাত। কেননা প্রত্যেক ধারণা অনুরূপ সকলে পোষণ করে। লক প্রমাণ ধারণাকে 'সার্বিক বা সার্বজনীন' বলেন না, কেননা তাঁর মতে অনুসারে এসব ধারণা সর্বমনে উপস্থিত থাকে না। যেমন – শিশু, নির্বোধ, জড়, মূর্খ এবং বর্বর মানুষ এসব ধারণাকে পোষণ করে না, অতএব, সহজাত ধারণার অপরিহার্য লক্ষণটি না থাকার জন্য এসব ধারণাকে 'সহজাত' বলা চলে না।

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা, সহজাত ধারণার মধ্যে এক অপরিহার্য লক্ষণ তাঁর মনে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করা, এই লক্ষণের উল্লেখ করেছেন এবং এই লক্ষণ ভিত্তিতে তাঁরা চিন্তার মূলসূত্রগুলোকে তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধবাধক নিয়ম এবং নৈতিকতা ও ঈশ্বরের ধারণাকে 'সহজাত' বলেছেন। লকের বিরুদ্ধে যুক্তি – এসব ধারণা সব মানুষের মনে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত থাকে না, যেমন – কেউ ঈশ্বরকে 'সাকার' আবার অনেকে 'নিরাকার' – ভাবেন, অনেকে ঈশ্বরকে 'সগুণ' আবার অনেকে ঈশ্বরকে 'নির্গুণ' ভাবেন। তেমনি 'মুক্তিবাদী – নৈতিকতাবোধ' সকলের মধ্যে বিদ্যমান নেই, যেমন – দেশ-কালভেদে নৈতিক নিয়ম ধারণাগুলির পরিবর্তন হতে দেখা যায়। অনেকে যে কাজকে ভালো বলে মনে করে, অনেকে তাকে খারাপ এবং অন্যায় বলে মনে করে। সুতরাং সকলের অপরিহার্য সহজাত ধারণা – সমস্যাটি এক প্রকার ধারণার অস্পষ্টতা থাকে, কেবলমাত্র তাতে প্রমাণিত হয় যে এসব ধারণা সহজাত নয়।

তৃতীয়তঃ — সহজাত ধারণা জন্মকাল থেকে মনে থাকলে জন্মমাত্রই প্রত্যেক মানব শিশু ঐসব ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবে, লক বলেন — এমন হতে পারে না যে, 'মনের মধ্যে ধারণা আছে অথচ মন তা জানে না, মন ঐ ধারণা সম্পর্কে কোনভাবেই অবহিত নয়' — এমন কিছু মনে থাকার অর্থ হল মনের সেই বিষয়ে চেতনা থাকা। কিন্তু শিশুকালে কোন শিশুর অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বিরোধ বাধক নিয়ম, ঈশ্বর, অনন্ত, দ্রব্য, কারণতা প্রভৃতি ধারণা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। সহজাত ধারণা সমর্থন করতে হলে একথা মানতে হয়, সহজাত ধারণা মনে নিহিত আছে' এমন কথা বলতে হয় যে 'মনের অজ্ঞাতে' অর্থহীন। সহজাত ধারণা বলতে এমন ধারণা যা পরিণত বয়সে বিশ্বাস হল — সহজাত ধারণা বলা অর্থহীন। অতএব লকের মতে ধারণাই অভিজ্ঞতাপ্রসূত, সহজাত কিছু নেই —

চতুর্থতঃ — সহজাত ধারণাবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচক আরও বলেন, 'সহজাত ধারণা' বলতে যে ধারণাগুলি বোঝানো হয়, সেগুলো ধারণা মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। তাহলে মানুষের জন্মের পরে অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে সহজাত ধারণা, সংস্কার প্রভৃতি প্রসঙ্গে সত্য বিচার করার প্রয়োজন। সহজাত ও অভিজ্ঞতাজাত ধারণার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

পঞ্চমতঃ — সহজাত ধারণাবাদের সমর্থনে অনেকে আবার বলেন, শিশুমনে এসব ধারণা নিহিত থাকলেও শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক সংস্কার, সমাজের রীতিনীতি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে বলে তারা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হয় না। তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোন সচেতনতা থাকে না। শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি ধারণাগুলিকে আবৃত করে রাখে। এই প্রসঙ্গে লক বলেন যে, সহজাত ধারণাগুলি যদি আবৃত হয় তাহলে শিক্ষাদীক্ষার পূর্বে শিশু মনে তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, শিশুর সহজাত ধারণা সম্পর্কে কোন সচেতন থাকে না।

প্রশ্ন: বার্কলে কীভাবে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করেন?

⇒ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বার্কলের পরিচয় ভাববাদী হিসাবে। মন নিরপেক্ষ কোন বস্তুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না, জড়দ্রব্য তাঁর কাছে অর্থহীন একটি পদ। দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা মন নিরপেক্ষ যেসব বস্তুর কথা বলি সেগুলি তাঁর মতে কেবল গুণের সমন্বয়। আর গুণ হল মনের ধারণা। কাজেই মনের ধারণার অতিরিক্ত জড়বস্তু বলে কিছু নেই।

জড়বস্তুর নিরাকরণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্বসূরী স্বদেশীয় অভিজ্ঞতাবাদী জন লকের দ্রব্য সম্বন্ধীয় অভিমত খণ্ডন করেন; জন লক ছিলেন প্রতিরূপী বস্তুবাদী। বস্তুর মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকারে প্রতিরূপী লক সরল বস্তুবাদীদের মতো জড় সরাসরি প্রত্যক্ষযোগ্য বলে দাবী করেন না। তাঁর মতে জড়দ্রব্য অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়; মানবমন প্রত্যক্ষভাবে যাকে জানতে পারে তা হল গুণ। এই গুণ দুই প্রকারের মুখ্য ও গৌণ। গৌণগুণগুলি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়



যেমন স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু আকার আকৃতি প্রভৃতি মুখ্যগুণগুলি সকল ব্যক্তিতে অপরিবর্তিত। লকের মতে গৌণগুণগুলিকে যদি মনোগত বলা হয় তথাপি মুখ্যগুণগুলিকে মনোগত বলা যায় না। স্থায়ী অপরিবর্তিত ঐ সকল গুণের আশ্রয় হিসাবে তাই কোন জড়দ্রব্যকে স্বীকার করে নিতে হয়।

কিন্তু বার্কলে এই লকের দাবী খণ্ডন করেন। তিনি দেখান তথাকথিত দ্রব্য আসলে নানা গুণের একটি গুচ্ছ (Bundle) যেমন একখণ্ড মিছরি আসলে কাঠিন্য শ্বেতবর্ণ মিষ্টতা প্রভৃতি গুণগুলির একটি গুচ্ছ বা সমাহার।

বার্কলে দেখান লক যাদের গৌণগুণ বলেছেন সেগুলি যেমন পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয় তেমনি তিনি যাদের মুখ্যগুণ বলেছেন সেগুলিও ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয়। একই বিষয় যেমন কারো

Notes

| May 2008 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Scanned with CamScanner

60

60

APRIL 2008

29 TUE

কাছে আসছে মিশে যান মনে হয় তেমনি আমার আপেক্ষিক
স্থিতিশীলতা ও দূরত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়।
এমনই বস্তু দূর থেকে ছোট দেখায় এবং কাছে থেকে বড়। কাছে থেকে
যাকে হিমালয় মনে হয় দূর থেকে তাকেই পাহাড় মনে হয়। কাজেই
যেন স্থানের মতো দৃশ্যগুলি পরিবর্তনশীল এবং অনেকান্ত। সুতরাং
জগত দূরের আশ্রয় হিসাবে অজ্ঞাত কোন তত্ত্বের অনুমান অযৌক্তিক

17. লকের মতে জ্ঞান কি? জ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণীর লক অনুসরণে আলোচনা কর।

লকের মতে জ্ঞান ⇒ লকের মতে মানব জ্ঞান নির্ভর করে অভিজ্ঞতার উপর। সংবেদন ও চিন্তন জ্ঞানের যাবতীয় উপাদান সরবরাহ করে। সংবেদন সমূহ ধারণা পুঞ্জের আকারে মনে প্রবেশ করে। এই ধারণা সমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ মন উপলব্ধি করে তাকেই লকের দর্শনে জ্ঞান নাম দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানে দুই ধরনের সম্বন্ধের উপলব্ধি হয়। যথা মিল বা সাদৃশ্য এবং অমিল বা বৈসাদৃশ্য। এই সম্বন্ধ ধারণা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এই কারনেই লক জ্ঞানের নানা প্রকার স্বীকার করেছেন।

জ্ঞানের প্রকার ⇒ মানব জ্ঞানের স্পষ্টতা নির্ভর করে ধারণা সমূহের মধ্যে সহগতি বা পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ সরাসরি ও স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধ হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয় সময় সাপেক্ষ বা বিলম্বিত। এর ভিত্তিতে লক জ্ঞানকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-



1) স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান ⇒ এই স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান (Intuitive Knowledge) এর ক্ষেত্রে মন অন্য কোন ধারনার সাহায্য ব্যতিরেকে দুটি ধারনার সম্বন্ধকে সরাসরি বুঝে নিতে পারে। যেমন কালোর সাথে সাদার যে তফাৎ আমরা প্রত্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করে থাকি। একই ভাবে বৃত্ত ও ত্রিভুজের যে তফাৎ, দুই এর সাথে তিনের যে তফাৎ তা সরাসরি বুঝতে পারি আমরা। এই ধরনের জ্ঞান শুধু অপরোক্ষই নয় সম্পূর্ন ও সুনিশ্চিত। এরকম জ্ঞানের স্বপক্ষে যেমন প্রমান দেওয়া প্রয়োজন হয় না তেমনই কোন প্রমান দেওয়া সম্ভবও নয়। এই ধরনের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী এবং স্বপ্রমানিত। আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা এই ধরনের স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের মধ্যে পড়ে বলে লক মনে করতেন।

Notes

June 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

Scanned with CamScanner

23 FRI

২) প্রমানমূলক জ্ঞান => কোন বস্তু থেকে দুটি ধারনার সম্বন্ধ বা সাদৃশ্যকে সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে আমরা পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করি আর এই প্রক্রিয়ার জন্য ধারনার সাহায্য নিতেই হয়। যেহেতু এই ধরনের জ্ঞান প্রমানের উপর নির্ভরশীল এই প্রকার জ্ঞানকে প্রমানমূলক জ্ঞান (Demonstrative Knowledge) বলেছেন। এই ধরনের জ্ঞান একেবারে বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক (Rational And Logical) এই জ্ঞান সুপ্রমানিত এবং অবিসংবাদী। তবে এই জ্ঞানের নিশ্চয়তা স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের মতো স্পষ্ট নয়। এর এতই বুদ্ধি সরাসরি এই জ্ঞান লাভ করতে পারে না। যুক্তিবিদ্যায় (হেত্বাভাস) থেকে একাধিক ধাপের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনিত হই আমরা। এই ধরনের যুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে আমরা আরোহ বা অবরোহের আশ্রয় নিই। তবে এই জ্ঞানগুলির মাধ্যমে মন্ত্র বা জ্ঞানসূত্র নির্ভর হলেও এ প্রমিকে জ্ঞানগুলি প্রতিটি স্বজ্ঞামূলক উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা না হলে প্রমানমূলক জ্ঞানের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনিত হই তা নিশ্চিত হত না।

24 SAT

৩) সাংবেদনিক জ্ঞান => জগৎ বিষয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেগুলি উদ্ভূত হয় ইন্দ্রিয় থেকে। বাহ্য বস্তুকে স্বজ্ঞা বা প্রমানের সাহায্যে জানা যেতে পারে না। তাদের জানার একমাত্র উপায় ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় পথে আমরা যেসব জ্ঞান লাভ করি তাদের লক সাংবেদনিক জ্ঞান (Sensetive Knowledge) বলেছেন। এই সাংবেদনিক জ্ঞান কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞান নয়। স্বাজ্ঞিক জ্ঞান, অর্থাৎ, অন্যান্য প্রত্যয় স্থাপিত তুলনায় সাংবেদনিক জ্ঞান অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। স্বজ্ঞানের বা প্রমানমূলক জ্ঞানের মত সুনির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত না হলেও সাংবেদনিক জ্ঞানকে নিছক সম্ভাবনা মূলক ধারনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্মৃতি আমাদের যেসব প্রতিরূপ সরবরাহ করে স্বপ্ন বা কল্পনার অবস্থায় যেসব অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তাদের জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় না কিন্তু সাংবেদনিক অনুভবকে জ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন লক।

April 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

Notes

Scanned with CamScanner

জ্ঞানের এই শ্রেণীকরণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়।
~~বিশ্বাসযোগ্যতা~~ ও সত্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হল স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান
~~প্রত্যক্ষমূলক~~ জ্ঞানও সত্যতার দিক থেকে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের তুলনায়
তুলনীয়। তবে সেই তুলনায় সাংবেদনিক জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা
বা বিশ্বাসযোগ্যতা খুব বেশী নয়। এইভাবে স্পিনোজা বাদী হয়েও
তব সংবেদনের উপরে যুক্তি বা বুদ্ধিকে স্থান দিয়েছেন তাঁর
জ্ঞানতত্ত্বে। এটি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের একটি অন্যতম সুবিবেচিত দিক।

27 TUE হিউম কিভাবে ধারনার সম্বন্ধ ও বাস্তব ঘটনা বিষয়ক অবধারনের মধ্যে পার্থক্য করেন?

ভূমিকা ⇒ ধারনা সমূহের এবং ঘটনা সমূহের সম্বন্ধ বিশ্লেষন করতে গিয়ে হিউম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানবিক জ্ঞান দুই ধরনের হতে পারে। ধারনা সমূহের সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান এবং বাস্তব জগৎ ঘটনা বিষয়ক বা ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান।

ধারনা সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান ⇒ প্রথম ধরনের জ্ঞানের নমুনা পাওয়া যায় জ্যামিতি, পাটীগনিত ও বীজগনিতে; যেখানে প্রাথমিক ধারনায় স্বপ্রমানিত (self-proved) জ্যামিতিতে বিন্দু বা রেখার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেগুলিকে বিশ্লেষন করলে বা গনিতের মৌলিক সূত্রগুলির কথা ভাবলে আমরা ধারনা সমূহের সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের স্বরূপকে বুঝতে পারি। পিথাগোরাসের ত্রিকোনের

28 WED সমষ্টি দুই সমকোন" বা "পাঁচ এর তিনগুন ত্রিশের অর্ধেকের সমান" এই জাতীয় যেসব অবধারন আমরা লক্ষ্য করি সেগুলি একান্তিক ধারনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন থেকে সম্ভব হয়। যেমন দ্বিতীয় অবধারণের ক্ষেত্রে পাঁচ, তিন এবং ত্রিশের ধারনার মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করি আমরা। এইভাবেই বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক আকারের একান্তিক ধারনার সম্বন্ধে জানতে পারি, এই ধরনের জ্ঞান অত্যন্ত সার্বিক ভাবে এবং অনিবার্যভাবে আমরা লাভ করে থাকি, যদিও এই জ্ঞানগুলি কোন বাস্তব বিষয়ের ধারনা আমাদের দেয়না।

ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান ⇒ আকার মূলক বিজ্ঞানগুলির কথা বাদ দিলেও তথ্য জ্ঞাপক বিজ্ঞান গুলির ক্ষেত্রে আমরা যেসব জ্ঞান পাই সেই সব জ্ঞান বাস্তব বিষয়ক জ্ঞান। আমাদের তথ্য বিষয়ক অভিজ্ঞতার পর একধরনের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ।

April 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

Notes

Scanned with CamScanner

**29 THU**

সম্বন্ধের যে জ্ঞান বিজ্ঞান গুলি আমাদের দিয়ে থাকে সেগুলি সবই ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান। যদিও কার্যকারণ সম্বন্ধটি কোন বস্তুর অনিবার্য সম্বন্ধের বাচক বলে হিউম মনে করেন না তথাপি এই সম্বন্ধ কাল্পনিক হলেও যাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ কল্পিত হয় সেগুলি বাস্তব ঘটনা।

দুই জ্ঞানের পার্থক্য ⇒ ধারণা সম্বন্ধ বিষয়ক ও ঘটনা বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক যেসব জ্ঞান সেগুলি অনিবার্যভাবে সত্য কিন্তু ঘটনাবিষয়ক জ্ঞানের সত্যতা আপতিক। যেকোন ঘটনার বিপরীতকে কল্পনা করা যায় এবং তার মধ্যে কোন স্ববিরোধ নেই। 'আগুন দহন করবে' এবং 'আগুন দহন করবে না' দুটিই সমান ভাবে সম্ভব। দুটি ধারণার মধ্যে কোন বিরোধ বা মিথ্যাত্ব নেই।

☑ ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক বচনগুলি যেখানে বিশ্লেষণাত্মক, প্রকৃতির

**30 FRI**

সেখানে ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান মাত্রই সংশ্লেষণাত্মক। বিশ্লেষক বচনের থেকে [illegible] হিউম যেহেতু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন কোন জ্ঞান দেয় না তাই এই ধরনের বাক্যের মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। যুক্তি বিদ্যার নীয়মের উপর ভিত্তি করেই এই বাক্যগুলি সং ওঠে কিন্তু সংশ্লেষক বাক্যগুলি অজানা বিষয়ের জ্ঞান দেয় বলে সেগুলির সত্যতা তর্কবিদ্যা নীয়মের উপর নির্ভর করে না, করে অভিজ্ঞতার উপর। অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে সেগুলি সত্য বা মিথ্যা হয়। এই ধরনের তথ্যমূলক বিজ্ঞানগুলির ব্যাপারে কখনোই সম্ভাব্যতার স্তরকে অতিক্রম করে যেতে পারেনা।

☑ ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান এবং ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান সম্ভাব্য সকল জ্ঞানকে এই দুই ভাগে ভাগ করেন হিউম। অন্য কোন তৃতীয় কোন প্রকার বাক্যের কথা হিউম স্বীকার করেননা। এই দুই প্রকার

Notes

June 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

Scanned with CamScanner

কাজের পশ্চাতে হিউমের দার্শনিক তত্ত্ব বলা হয়। যে তত্ত্বকে হাতিয়ার করে তিনি বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার মোকাবিলা করেছেন। এই জন্যই কৌতুক করে এই বিভাজন নীতিকে হিউমের শিকল বা হিউমের কাঁটা (Hume's fork) বলা হয়।

---

প্রশ্ন: হিউম অনুসরণে মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য লেখ। (Most Important)
মুদ্রণ ব্যতীত ধারণা অসম্ভব এ কথা কিভাবে হিউম প্রমাণ করেন?

অভিজ্ঞতাবাদ বিষয়ক:- মুদ্রণ ও ধারণা ⇒ ডেভিড হিউম একজন খাঁটি অভিজ্ঞতাবাদী। তাঁর মতে সব যথার্থ জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। এই ইন্দ্রিয়ানুভব মানব মনে জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে। জ্ঞানের এই উপাদানকে হিউম বলেছেন "perception" অন্যদিকে বলেছেন "Idea" শব্দদুটিকে বাংলায় যথাক্রমে মুদ্রণ ও ধারণা নামে অভিহিত করা হয়।

মুদ্রণ হল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষণ ⇒ ধারণা শব্দটি হিউমের পূর্বে দেকার্ত, লক, বার্কলে অনেকেই ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁরা জ্ঞান বা চিন্তার সাক্ষাৎ বিষয়কে বোঝাতে ধারণা বা "Idea" শব্দটি ব্যবহার করলেন কিন্তু হিউম তা করেননি। জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় বা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাকে বোঝাতেই তিনি "Impression" বা মুদ্রণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে ঐ মুদ্রণ থেকে উদ্ভূত যে চিন্তা বা কল্পনা তাকেই তিনি "Idea" বা ধারণা বলেছেন। তাঁর "An Enquiry Concerning Human Understanding" এ হিউম এমন কথা বলেছেন যে আমরা সরাসরি যখন কোন কিছুকে দেখি, শুনি, অনুভব করি, স্পর্শ করি তখন [illegible] তা হল মুদ্রণ আর পরে যখন স্মৃতি বা কল্পনায় ঐ মুদ্রণগুলিকে জাগিয়ে তুলি তখন আমরা যা পাই তা হল ধারণা। কাজেই মুদ্রণকে যদি আসল বলি তাহলে ধারণায় তার প্রতিলিপি

| April 2008 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

Notes: প্রতি ২২শ)

1 SUN

মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য ⇒ হিউম মুদ্রণ ও ধারণার প্রকৃতি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর "Enquiry" ও "Treatise" -এ তার ভিত্তিতে আমরা মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে পার্থক্য করতে পারি।

প্রথমত ⇒ মুদ্রণ হল পূর্বগ এবং ধারণা হল অনুগ। আমরা সরাসরি অনুভবে পাই মুদ্রণকে আর সেই মুদ্রণ বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন স্মৃতি বা কল্পনায় যাকে পাই তা হল ধারণা।

দ্বিতীয়ত ⇒ মুদ্রণ সবল ধারণা দুর্বল। মুদ্রণ হল সেই প্রত্যক্ষ যা জোরালোভাবে আমাদের অনুভবে আসে। তুলনায় ধারণাগুলি অনেকখানি দুর্বল হয়ে আমাদের চিন্তায় হাজির হয়।

তৃতীয়ত ⇒ ধারণার তুলনায় মুদ্রণ অধিকতর স্পষ্ট (clear) ও তীব্র।

2 MON

তাপের যে সংবেদন আমরা সরাসরি লাভ করি তার তীব্রতা পরে ঐ তাপ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার থেকে অনেক বেশী। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির যে প্রত্যক্ষ তা সহজেই সেই ব্যক্তির স্মৃতির তুলনায় অনেক স্পষ্ট।

চতুর্থত ⇒ মুদ্রণ ধারণার তুলনায় জীবন্ত বা প্রাণবন্ত (Live) কোন মুদ্রণ যতই ক্ষীণ বা হাল্কা হোক না কেন তা তার ধারণার তুলনায় অধিকতর জীবন্ত বা প্রাণবান হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রণ ও ধারণার স্পষ্টতা ও সজীবতার খুব একটা তফাৎ থাকে না। কিন্তু কখনোই কোন ধারণা তার অনুরূপ মুদ্রণের স্পষ্টতা ও সজীবতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

যার মুদ্রণ নেই তার ধারণা নেই ⇒ হিউমের মতে ধারণা মাত্রই মুদ্রণ পূর্বক। যেকোন বৈধ ধারণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুদ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়। মুদ্রণের মতো ধারণাগুলি দুই প্রকারের হতে পারে

Notes

July 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Scanned with CamScanner

**3 TUE** সরল ও জটিল। সরল ধারণাগুলি সরাসরি সরল মুদ্রণ থেকে উদ্ভূত। অন্যদিকে জটিল ধারণাগুলি জটিল মুদ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে কেবল জটিল ধারণা অনুরূপ জটিল মুদ্রণ থাকে না সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে ঐ জটিল ধারণাগুলির অন্তরালে কিছু সরল ধারণা রয়েছে যে সরল ধারণাগুলি সরল ধারণার অনুলিপি।

☐ মুদ্রণ হচ্ছে যেকোনো ধারণার বৈধতা ~~বৈধতা~~ বিচারের একটি মানদণ্ড। যদি দেখা যায় একটি ধারণা সরাসরি কোনরূপ মুদ্রণ থেকে উদ্ভূত নয় তাহলে বুঝতে হবে সেই ধারণাটি বৈধ বা যথার্থ নয় যেমন পরীর ধারণা। এটি সরাসরি কোন মুদ্রণ থেকে উৎপন্ন নয়। তাই এটি অলীক ধারণা। তবে ধারণা যতই অলীক বা কাল্পনিক হোক না কেন তার পিছনে কিছু মুদ্রণের অবদান। যেমন সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ মঙ্গলময় ~~[illegible]~~ পূর্ণতম সত্তা

**4 WED** হিসাবে ঈশ্বরের যে ধারণা আমরা গঠন করি তা সরাসরি কোন মুদ্রণের অনুসারী নয় বলে তাকে বৈধ ধারণা বলে মানেননি হিউম। তবে এক্ষেত্রে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন শক্তিমান ব্যক্তি, জ্ঞানবান ব্যক্তি, দয়াবান ব্যক্তির মুদ্রণ থেকে যেসব ধারণা আমরা লাভ করি সেই মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এবং তাদের অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত করে ঈশ্বরের ধারণা গঠন করি আমরা।

☐ কাজেই ধারণা মাত্রই প্রত্যয় যা পরোক্ষভাবে মুদ্রণ নির্ভর। তবে এই মতের একটি ব্যতিক্রমের কথা হিউম তাঁর Enquiry তে স্বীকার করেছেন। যেখানে তিনি বলেছেন নীল রঙের নানা ক্রমগুলিকে যদি গাঢ় থেকে হালকা ধারায় সাজিয়ে রাখা হয় তাহলে সেই ধারার মধ্যে একটি বিশেষ ক্রম অনুপস্থিত থাকলেও আমরা সেই মাঝটিকে কল্পনা করে নিতে পারি। তবে এইরূপ ধারণার মুদ্রণ

| May 2008 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Notes

Scanned with CamScanner

অনুসারী তার বিশ্বাসটি শিথিল করার কোন প্রয়োজন নেই বলে হিউম মনে করেন। ধারণা মাত্রই যে মুদ্রণ থেকে উৎপন্ন এই ব্যাপারটিকে তিনি একটি তথ্য হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি আমাদের অনুরোধ করেন নিজেদের মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে এবং দাবী করেন যে প্রত্যেক ধারণার অনুরূপ মুদ্রণ আমরা খুঁজে পাবো। অবশেষে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন এমন একটি ধারণা তুলে ধরতে যেটি মুদ্রণ ছাড়া উৎপন্ন হয়েছে। যদি কেউ তেমন কোন ধারণা নিয়ে হাজির হন তাহলে তার জবাব হবে যে মুদ্রণ থেকে ঐ ধারণাটি উৎপন্ন সেটি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত যে এই নীতির কোন ব্যতিক্রম তার বিরুদ্ধবাদীরা দেখাতে পারবেন না।

অপেক্ষা স্বাধীন বলা যায় তা মনে হয় না। ২৩

24. জড়দ্রব্য অর্থহীন শব্দ — এমত ব্যাখ্যা কর।

বা

বার্কলে কিভাবে অমূর্ত জড়ের ধারণা খণ্ডন করেন?

⇒ জড়ের স্বরূপ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে নানা মত পরিলক্ষিত হয়। সরাসরি জড় দ্রব্যের কথা, প্লেটো না বললেও প্লেটোনিক দর্শনে জড়জগৎ তথা সবকিছুই ছিল মৌলতত্ত্ব, ভাব বা আকারের বিকৃত অবভাস। অ্যারিস্টটলের



দর্শনে যে উপাদানের ধারণা স্বীকৃত হয় তা জড়ের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। তবে জড় দ্রব্যের মধ্যে উপাদান ও আকার দুইয়ের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে জড়দ্রব্যের একটি মর্যাদা অ্যারিস্টটল লাভ করেছেন। দেকার্ত মনের সঙ্গে সঙ্গে জড়ের স্বতন্ত্র স্বীকার করলেও স্পিনোজা লাইবনিজের দর্শনে সে জড়দ্রব্যের মর্যাদা পায়নি। সাধারণ মানুষ থেকে সরল বস্তুবাদী সকলেই জড়ের অস্তিত্ব যেমন প্রত্যক্ষে মানেন তেমনি জড়ের সরাসরি প্রত্যক্ষ অনুমোদন করেন অনেক।

লকের মতে দ্রব্য ⇒ একদিকে অভিজ্ঞতাবাদের দাবী অন্যদিকে লৌকিক ধারণার মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে লক জন্ম দেন প্রতীকরূপী বস্তুবাদের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জড়বস্তুর অস্তিত্ব মেনে নিলেও তার সরাসরি প্রত্যক্ষের দাবী খণ্ডন করে। লক মনে করেন যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দর্শন এই দুটি পথে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তার কোনটির দ্বারাই জড়বস্তুর সরাসরি সংবেদন লাভ করা যায় না। সংবেদনে

Notes

July 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Scanned with CamScanner

**15 SUN** আমরা যা পাই তা হল কতগুলি গুণ। এই গুণগুলির কিছু কিছু পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ হলেও কিছু কিছু অপরিবর্তনীয় এবং স্থিতিশীল। প্রথমবর্গের গুণগুলোকে গৌণ এবং দ্বিতীয়বর্গের গুণগুলোকে মুখ্য বলে লক অভিহিত করেন। তাঁর মতে এই মুখ্যগুণগুলি যেহেতু অপরিবর্তনীয় এবং স্থিতিশীল তাই এগুলি মনের কল্পনা হতে পারে না। গুণের আশ্রয় হিসাবে কোন দ্রব্যকে মেনে নিতেই হয়, এই তাঁর মত।

জড়ের নিজস্ব অস্তিত্বের ধ্বংস মেনে নেন যে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক তিনি হলেন বিশপ বার্কলে। ভাববাদের প্রবর্তক এই অভিজ্ঞতাবাদীর হাতে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদী তত্ত্ব খণ্ডিত হয়। মনোনিরপেক্ষ জড়বস্তু বলে যে কিছু নেই, জড়দ্রব্য যে অর্থহীন শব্দ ছাড়া কিছু নয় তা প্রমাণ করতে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছেন বার্কলে।

**16 MON** বার্কলে বলেন আমরা যাকে বস্তু বলি তা আসলে কতিপয় ইন্দ্রিয়লব্ধ গুণের সমষ্টি। এসব গুণের সবই মানসিক অবস্থা বা ধারণামাত্র। বস্তুর মুখ্য ও গৌণগুণের লকের স্বীকৃত এই পার্থক্য নিছক এক কাল্পনিক ব্যাপার। আসলে তথাকথিত মুখ্যগুণগুলি গৌণ গুণের মতোই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ফল। এরা বিভিন্ন সংবেদনের সংমিশ্রণ ও সমষ্টি মাত্র। বর্ণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ বস্তুতে নিহিত থাকার যেমন কোন যুক্তি নেই তেমনি কাঠিন্য, বিস্তৃতি, আকৃতি প্রভৃতি মুখ্যগুণ বাহ্যবস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকার কোন যুক্তি নেই। গৌণগুণগুলির মতোই এরা বস্তু দ্বারা আমাদের মনে সৃষ্ট সংবেদনের ফল। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে আমরা এমন এক বহির্জগতে বাস করছি যেখানে জ্ঞান বলতে আর কিছু নাই। তাহলে কি মুখ্য, কি গৌণ সব গুণ ও ধর্ম আসলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যজগতের যে ছাপ রাখছে তারই ফল।

| May 2008 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Notes

Scanned with CamScanner

JUNE 17 TUE

■ মুখ্যগুণ যে গৌণগুণের মতো মনোনির্ভর বা আত্মগত বার্কলে বেশ কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন।
প্রমাণ প্রকাশ করার জন্য

প্রথমত ⇒ বিস্তৃতি, আকৃতি, সংখ্যা, স্থিতি, গতি প্রভৃতি আলোচিত মুখ্যগুণ মন দ্বারাই প্রত্যক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং এরা মনেরই ধারণা, এরা মনেরই সংবেদন ও প্রতীতি, মনের সংবেদনাত্মক গুণ, এদের আমরা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংবেদনশীল বলি, এক্ষেত্রে এদের আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমরা যদি এদের না দেখি এবং সম্পূর্ণ রূপে এদের কোন অস্তিত্ব নেই না স্পর্শ করি তাহলে এদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয়ত ⇒ মুখ্য ও গৌণ গুণগুলির কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনটি প্রত্যক্ষ করা যায় না। আবার প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিস্তৃতিকে বাদ দিয়ে বর্ণকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিস্তৃতিকে বাদ দিয়ে উত্তাপ বর্ণকে বাদ দিয়ে বিস্তৃতিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সুতরাং বর্ণ ও উত্তাপ যদি মানসিক ধারণা ও বিস্তৃতিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

JUNE 18 WED

হয়ে থাকে তাহলে বিস্তৃতিও মানসিক ধারণা। গৌণ গুণ যদি নিছক ধারণা হয়ে থাকে তাহলে একই কারণে মুখ্যগুণগুলিও ধারণা হবে।

তৃতীয়ত ⇒ একই জল বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন বলে এমনকি একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন বলে অনুভূত হয়ে থাকে। গরম জলে হাত দিলে আমাদের গরমবোধ অনুভূতি হয়, কিন্তু একই হাত পুনরায় সেই একই জলে রাখা হলে অপেক্ষাকৃত শীতল বলে মনে হয়। আসলে একই জল একই সময়ে গরম ও শীতল হতে পারে না। এ থেকে লক বললেন তাপ বস্তুর বাস্তব গুণ নয় বরং তা মনেরই ধারণা বিশেষ। বার্কলে অনুরূপভাবে দেখালেন যে বিস্তৃতি, ওজন, গতি, সংখ্যা প্রভৃতি মুখ্যগুণও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে এমনকি একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বলে প্রতীত হয়। কিন্তু কাছে যে ব্যক্তিকে লম্বা বলে মনে হয় দূর

Notes

| July 2025 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Scanned with CamScanner

19 THU থেকে দেখে একই ব্যক্তিকে 'বেঁটে' বলে মনে হয়। একই ব্যক্তির সামনে দাঁড়ালে এক ব্যক্তির কাছে ভারি অথচ অন্য ব্যক্তির কাছে হালকা, যে বস্তু এক ব্যক্তির কাছে অতি ঠাণ্ডা অন্য ব্যক্তির কাছে তাই আবার গরম। একই বস্তুকে যদি হাত, মুখ বা চক্ষু দিয়ে পরিমাপ করা হয় তাহলে তা যথাক্রমে গরম, ঠাণ্ডা ও ঈষদুষ্ণ হতে পারে। সুতরাং বিস্তৃতি, ওজন, গতি, সংখ্যা প্রভৃতি সব মুখ্যগুণও আসলে সংবেদন বা মানসিক ধারণা মাত্র।

তাহলে স্বীকার করতে হয় যে জড় জগতে অজানা এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কিছুর যে বেলায় সাড়ে আকার, আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি, গতি প্রভৃতি কোনটিকেই আরোপ করা যায় না। তাহলে এরকমের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কোন বস্তু থাকতে পারে কি? উত্তরে বার্কলে বলেন 'না', লকের মতে বস্তুর মুখ্য গুণাবলী বাস্তব স্বতন্ত্র ভাবে বস্তুতেই আছে। কিন্তু বার্কলে বলেন বহির্জগৎ বা জড়বস্তু বলে কিছু নেই।

20 FRI যা কিছু আছে সবই আমাদের মনের ধারণা হিসাবেই আছে। বার্কলে বলেন "Esse est percipi" অর্থাৎ প্রত্যক্ষিত হওয়ার মধ্যেই বস্তুর অস্তিত্ব নিহিত। মানুষ সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করে তা তার নিজেরই সংবেদন ও ধারণা। এর বাইরে অর্থাৎ ধারণা নিরপেক্ষ ভাবে কিছু থাকতে পারে না। লক নিজেও স্বীকার করেন যে, জড়দ্রব্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। জড় অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এপ্রসঙ্গে বার্কলে বলেন যা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তা যে আছে একথা কীভাবে বলা যায়? তার চেয়ে বরং একথা বলা উচিত যে, আসলে জড় বলতে কিছুই নেই।

The End

May 2008

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Notes

Scanned with CamScanner